

আহ্ কামে দোয়া

(...সম্মিলিত দোয়া, ফরয সালাতের পর সম্মিলিত দোয়া,
হাত উঠিয়ে দোয়া, সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোয়া...)

শায়খ গোলামুর রহমান

(দাওরা ও ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ)

সংকলন ও সংযোজন

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ

Islamic Dawah & Education Ecademy (iDEA)



- ✔ Website : www.ideabd.org
- ✔ Youtube chanel : www.youtube.com/ideatv2014
- ✔ Facebook page : www.facebook.com/2014idea
- ✔ Email : islamicdawahandedu@gmail.com

Islamic Da'wah and Education Academy

সূচিপত্র

| | |
|--|-------|
| কিছু কথা ----- | ০৩ |
| কোরয়ানে বর্ণিত দুয়ার পদ্ধতি ----- | ০৪ |
| হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি ----- | ০৫ |
| সালামের পরে পঠিতব্য দুআ ----- | ০৬ |
| ফরয নামাযের পরে দুআ ----- | ০৭ |
| দুআর সময় হাত উঠানো ----- | ০৯ |
| নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা ----- | ১২ |
| সালামের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করা ----- | ১৪ |
| সম্মিলিত দুআ ----- | ১৫ |
| ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ ----- | ১৮ |
| হাদীসটির উপর আপত্তি ও তার জবাব ----- | ১৯,২০ |
| ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ ----- | ২৩ |
| হাদীস সমূহের ব্যাপারে অভিযোগ ও জবাব ----- | ২৬ |
| ফরয সালাতের পর সম্মিলিত দোয়ার ব্যাপারে কিছু আপত্তি ও তার জবাব ----- | ৩২ |
| ওলামায়ে দেওবন্দের মত ----- | ৩৫ |
| শেষ কথা ----- | ৪২ |

কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (আইডিয়া) এর প্রকাশনা বিভাগ আইডিয়া পাবলিকেশন থেকে অনলাইন ও অফলাইনে বেশ কিছু প্রয়োজনিয়ে এবং সময় উপযোগি কিতাব ইতিমধ্যে বের হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এখনকার পরিবেশনা “আহ্‌কামে দোয়া”।

বর্তমান সময় নতুন নতুন মতবাদ দ্বারা মানুষদের বিভ্রান্ত করার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যে বিষয় অনেক আগেই সমাধান হয়ে রয়েছে সে বিষয়কে টেনে হেচড়ে কিছু ভাই নতুন রূপে ফেতনার রূপ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে যেমন রয়েছে বাড়াবাড়ি ঠিক তেমন রয়েছে ছাড়াছাড়ি। ফরয নামাযের পর ইজতেমায়ি দোয়া পড়া বেদায়াত বলা এরকমই একটি ছাড়াছাড়ির উদাহরণ। আবার ফরজ নামাযের পর ইজতেমায়ি বা সম্মিলিত মুনাজাতকে জরুরী মনে করা বাড়াবাড়ির সামিল। কিন্তু যদি এ ধরনের ঋনাত্মক চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে কেউ ফরয সালাতের পর ইজতেমায়ি দোয়া করে তাহলে তা নামাযের বাইরের একটি মুস্তাহাব আমল। এর পিছনে রয়েছে শরঈ হুজ্জত। এগুলো নিয়েই শায়খ গোলামুর রহমান তার “সালাতুন নবী সা.” বইতে অনেক আলোচনা করেছেন। তবে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা শায়খের পেশকৃত দালায়িল সমূহের উপর বেশ কিছু ভিত্তিহীন আপত্তি করেছিল। সেগুলোর জবাব লিখে শায়খের কাছ থেকে নজরে সানি করিয়ে এ বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া গায়রে মুকাল্লিদ ভায়েরা এ ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের নামে মিথ্যাচার করে থাকে। বইটিতে এর জবাবও খুব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দোয়া সম্পর্কে আরো কিছু এখতেলাফি মাসআলার দালিলিক জবাব দেওয়া হয়েছে এ বইটিতে। আশাকরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ার পর সকল ধরনের অভিযোগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ।

(আইডিয়া পাবলিকেশন এর পক্ষে)

(আইডিয়া পাবলিকেশন -

০১৯২০৯৬১৬৩৪)

দুআ করার আদব

এবার দুআর আদবের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করলে নীতিমালা আকারে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ‘আমীন’ সরবে বলতে হবে না নীরবে!

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অনুবাদ : তোমাদের রবকে বিনয়ের সাথে ও নীরবে ডাকো । তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না । (সূরা আ'রাফ: ৫৫)

সারসংক্ষেপ : এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুআ করার আদব নীরবে । এরপরও এ আয়াতের অধীনে বিশ্বস্ত কিছু তাফসীরের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো:

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَلَا فِي غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ إِعْتِدَاءً، يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَالنِّدَاءِ وَالصِّيَاخُ بِالدُّعَاءِ، وَيُؤْمَرُ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِسْتِكَانَةِ.

অনুবাদ : হযরত আতা আল্ খুরাসানী রহ. সূরা আ'রাফের ৫৫ নম্বর আয়াতের অধীনে إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ আয়াতাত্ত্বকের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি (আল্লাহ) দুআ বা দুআর বাইরে কোন স্থানেই সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না । হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন: নিশ্চয় দুআর মধ্যে সীমালঙ্ঘন রয়েছে । দুআতে চিৎকার করা, হাক-ডাক করা ও উচ্চস্বরে দুআ করা মাকরুহ । তাই তিনি দুআর সময় বিনয় ও নম্রতার নির্দেশ দিতেন । (তাফসীরে তাবারী: ১৪৭৮১, পৃষ্ঠা: ১২/৪৮৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান লিগায়রিহী । হুসাইন বিন বিশ্র ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী । আর হুসাইন বিন বিশ্র مقبول গ্রহণযোগ্য । (তাকরীব: ১৪৩৬) । আমার জানামতে ইমাম ইবনে জারীরের উস্তাদ কাসেমের জীবনী কেউ বর্ণনা

করেননি। তাই ইমাম ইবনে হিব্বানের নীতিমালা মতে মুসলমানের মূল বৈশিষ্ট অনুযায়ী তিনি সত্যনিষ্ঠ। উপরন্তু কুরআনের আয়াত দ্বারা নিরবে দুআর বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত। সুতরাং হাদীসটির স্তর হাসান পর্যায়ে। এ হাদীসের দ্বারা প্রসিদ্ধ মুফাসসির সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফরীয়ে প্রমাণিত হলো যে, দুআ করার সাধারণ নিয়মের আওতায় আমীন নীরবে বলতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত দুআর পদ্ধতি

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

📌 হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন খাইবার যুদ্ধ করলেন; অথবা তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ স. যখন খাইবার অভিমুখে যাত্রা করলেন; একটি উপত্যকার নিকটে এসে সাহাবাগণ উচ্চস্বরে ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তাকবীর-ধ্বনি দিতে লাগলেন। তখন রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করলেন: তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটে এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (বুখারী: ৩৮৯০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাব্দিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাযাহ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১২৯)

সারসংক্ষেপ : উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে এ নীতিমালা পাওয়া যায় যে, দুআর মধ্যে নীরবতা বা ক্ষীণ আওয়াজ আল্লাহ তাআলা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে বেশী প্রিয়। আর ‘আমীন’ যেহেতু দুআ, তাই এটাও নীরবে বা ক্ষীণ আওয়াজে বলা উত্তম। অবশ্য উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলার পক্ষেও যেহেতু সহীহ হাদীস রয়েছে; তাই উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলাও শরীআতে স্বীকৃত।

সালামের পরে পঠিতব্য দুআ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو عَمَّارٍ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

📖 রসূলুল্লাহ স.-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাওবান রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. যখন নামায থেকে ফিরতেন তখন তিনবার ইসতিগফার করতেন। অতঃপর বলতেন السَّلَامُ وَمِنْكَ السلام ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান-সহীহ। (তিরমিজী: ৩০০, পৃষ্ঠা: ১/৬৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান-সহীহ। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯০)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নামাযের পরে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের সালাম ফিরানোর পরে দুআ করা উত্তম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

📖 হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন: মুগীরা বিন শু'বা রা. আমাকে দিয়ে হযরত মুআ'বিয়া রা.-এর নিকটে একখানা পত্র লেখালেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক নামাযের পর لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ দুআটি পড়তেন।

(বুখারী: ৮০৪, পৃষ্ঠা: ১/১১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নামাযের পরে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের সালাম ফিরানোর পরে দুআ' করা উত্তম।

ফায়দা : উল্লিখিত দুআ'গুলি ছাড়াও হাদীসে আরও অনেক দুআ' বর্ণিত রয়েছে সেগুলো পড়া যেতে পারে অথবা নিজের প্রয়োজন অনুসারে আরও যেকোন দুআ' পড়া যেতে পারে।

ফরয নামাযের পরে দুআ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ". وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ.

📖 হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ বলেন: মুগীরা বিন শু'বা রা. হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.-এর নিকট একখানা পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক নামাযের সালাম ফিরানোর পর
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
দুআটি পড়তেন। (বুখারী: ৫৮৯১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-২১৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ফরয নামাযের পরে দুআ করতেন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ' করা উত্তম।

উল্লেখ্য : এ বর্ণনায় ফরয নামায শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী বর্ণনায় তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

📌 হযরত মুগীরা বিন শু'বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন: মুগীরা বিন শু'বা রা. আমাকে দিয়ে হযরত মুআবিয়া রা.-এর নিকট একখানা পত্র লেখালেন যে, রসূলুল্লাহ স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ দুআটি পড়তেন । (বুখারী: ৮০৪, পৃষ্ঠা: ১/১১৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ । শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে । (জামেউল উসূল-২১৯২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. ফরয নামাযের পরে দুআ করতেন । সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ' করা উত্তম ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّفْقِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ أَوْ أَرْجَى " . أَوْ نَحْوَ هَذَا .

👉 হযরত আবু উমামা রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রসূলান্নাহ! স. কোন দুআ বেশী কবুল হয়? উত্তরে তিনি বললেন: শেষ রাতের এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের দুআ। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান। (তিরমিজী: ৩৪৯৯, পৃষ্ঠা: ১/১৮৭)

হাদীসটির স্তর : হাসান।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পরে দুআ কবুল হয়। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ' করা উত্তম।

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعَزْوِ وَالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ فَانْصَبْ فِي الْعِبَادَةِ وَيُقَالُ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ

👉 সূরা 'আলাম নাশরাহ'-এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: যখন তুমি যুদ্ধ-জিহাদ ও লড়াই থেকে ফারেগ হবে তখন ইবাদাতে মশগুল হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, যখন তুমি ফরয নামায থেকে ফারেগ হবে তখন দুআয় মশগুল হবে। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)

সারসংক্ষেপ : এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজে ফরয নামাযের পরে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ' করা উত্তম।

দুআর সময় হাত উঠানো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ ". وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ".

🔑 হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. অযুর জন্য পানি চেয়ে নিয়ে অয়ু করলেন। এরপর উভয় হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ! আবু আমের উবায়েদকে মাফ করে দিন। আর আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম; তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার অনেক বান্দার উপর মর্যাদাবান করুন। (বুখারী: ৫৯৪১, পৃষ্ঠা: ২/৯৪৪)

হাদীসটির স্তর : শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. দুআর সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং দুআয় হাত উঠানো সুন্নত।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا. فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا، صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ". مَرَّتَيْنِ.


🔑 সালেম তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ স. হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রা.কে বনী জাজীমার মুকাবিলায় পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। তখন তারা ভালোভাবে اسلمنا (আমরা ইমলাম গ্রহণ করলাম) শব্দটি উচ্চারণ করতে পারলো না। তারা বলতে লাগলো: صباءنا (আমরা পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করলাম) হযরত খালিদ রা. তখন তাদের কাউকে হত্যা ও কাউকে গ্রেফতার করতে লাগলেন। আর আমাদের প্রত্যেককে তার বন্দীকে সোপর্দ করলেন। পরবর্তী দিন খালিদ রা. আমাদের প্রত্যেককে তার বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

আমি বললাম: আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। তিনি তখন হাত তুলে দুআ করলেন: হে আল্লাহ! আমি খালিদের কাজ হতে নিজের দায়মুক্তি প্রকাশ করছি। কথাটি রসূলুল্লাহ স. দুইবার বললেন। (বুখারী: ৪০০৩, পৃষ্ঠা: ২/৬২২)

হাদীসটির স্তর : শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৬১৭৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. দুআর সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং দুআয় হাত উঠানো সুন্নত।

أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ اللَّهُ حَيَّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ وَ لَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

 হযরত সালামান ফারসী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলা বড় লজ্জাশীল, বড় দয়ালু, বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তা খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৩১)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। সহীহ ইবনে হিব্বানের তাহকীকে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: وَلَهُ هَادِئٌ হাদীসটি মজবুত। মুসতাদরাকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে হাকেম বলেন: وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ সহীহ সনদে বর্ণিত। হযরত আনাস রা.-এর হাদীস দ্বারা এর সমর্থন মেলে। ইমাম জাহাবী রহ. এ হাদীসের ওপর কোন আপত্তি করেননি।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাত উঠিয়ে যে দুআ করা হয় তা কবুল হওয়ার বেশী উপযোগী।

حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتهم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها قال أبو داود و قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار .

👉 হযরত মালেক বিন ইয়াসার আসসাকওয়ানী আওফী বলেন: রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: তোমরা যখন আল্লাহর নিকটে চাইবে তখন তোমাদের হাতের পেট দিয়ে চাইবে। হাতের পিঠ দিয়ে নয়। (আবু দাউদ: ১৪৮৬, পৃষ্ঠা: ১/২০৯)

হাদীসটির স্তর : হাসান। এ হাদীসের রাবী সুলাইমান বিন আব্দুল হামীদ صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ২৮৪৫) ইসমাঈল তাঁর নিজ শহরের লোকদের থেকে বর্ণনার ব্যাপারে صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ৫৪১) আর এ হাদীসে তিনি নিজ শহরের লোক যমযম থেকে বর্ণনা করেছেন। যমযম صدوق সত্যনিষ্ঠ। (তাকরীব: ৩৩০৬) শুরাইহ ثقة বিশ্বস্ত। (তাকরীব: ৩০৭২) আবু যব্বইয়াহ مقبول গ্রহণযোগ্য। (তাকরীব: ৯৬১২) আবু বাহরিয়া ثقة বিশ্বস্ত। (তাকরীব: ৩৯২৪) শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ-জঈফ আবু দাউদ: ১৪৮৬)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুআ করার আদব হলো হাতের তালু দ্বারা দুআ করা। অবশ্য হাত উত্তোলন করা ব্যতীত দুআর আমলও রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং হাত উত্তোলন না করার আমলও মাকরুহবিহীন জায়েয।

নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা

وعن محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. رواه الطبراني وترجم له فقال: محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله بن الزبير ورجاله ثقات.

➡ মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহইয়া বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে দেখলাম, তিনি এক ব্যক্তিকে নামায শেষ করার পূর্বেই হাত উত্তোলন করে দুআ করতে দেখলেন। যখন সে ব্যক্তি দুআ শেষ করলো, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বললেন: রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ না করে (দুআর জন্য) হাত উত্তোলন করতেন না। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: তবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং রাবীদের হালাত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর (তবরানী) বলেছেন: মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহইয়া আলআসলামী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী বলেন: এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৫, পৃষ্ঠা: ১০/২৬৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ثقة বিশ্বস্ত। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৩৪৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর ‘ফাজ্জুল বিআ ফী আহাদীসি রফইল ইয়াদাইনি বিদুআ’ কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (হাদীস নম্বর: ৪২)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। সুতরাং নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করা সুন্নত। অবশ্য হাত উত্তোলন না করার আমলও মাকরুহবিহীন জায়েয।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহঃ) বলেন, “নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করা বেদায়াত নয়। কারণ এ ব্যাপারে প্রচুর কওলী রেওয়াত বিদ্যমান। ফি’লী রেওয়াতের মধ্যে মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এরকম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটাই সকল মুস্তাহাবের নিয়ম। তিনি নিজে সঙ্গত আমল বেছে নিতেন। আর অবশিষ্ট মুস্তাহাব সমূহের ব্যাপারে উন্নতকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং এখন যদি আমাদের কেউ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দায়েমি ভাবে মুনাজাত করতে থাকে, তবে সে ব্যক্তি এমন একটা বিষয়ের উপর আমল করলো, যে ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম উৎসাহ দিয়ে গেছেন যদিও তিনি নিজে সর্বদা আমল করেন নি।” (ফায়যুল বারী ২/১৬৭, ৪৩১ এবং ৪/১৭)

হযরত মাওলানা যাকারিয়া রাহঃ বলেন – “হাদীস সমূহের দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে প্রত্যেক ফরয সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। যেমন আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে।” (ই’লাউস সুনান ৩/১৬৭)

শাইখুল হাদীস মাওলান যাকারিয়া রাহঃ বলেন, “ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করাকে যদিও কেউ অস্বীকার করে থাকেন কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, এ ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা নামাযের পর মুনাযাত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।” (আল-আবওয়াব ওয়াত-তারজিম ৯৭ পৃষ্ঠা)

সালামের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করা

قال ابو حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو معمر المنقرى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدى الكفار -

📖 হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. সালাম ফিরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি মুক্তি দিন ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে, আইয়াশ বিন আবী রবীআকে, সালামা বিন হিশামকে এবং সেসব দুর্বল মুসলমানদেরকে যারা কাফিরদের হাত হতে মুক্তির কোন পথ বা পস্থা খুঁজে পায় না। (তাফসীরে আবু হাতিম: সূরা নিসা: ৯৮, হাদীস: ৫৯০৬)

হাদীসটির স্তর : সহীহ । এ কিতাবের লিখক আবু হাতেম প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস (তাকরীব- ৬৪১৬) । তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী/মুসলিমের রাবীদের মাধ্যমে ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ স. নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দুআ করেছেন । সুতরাং নামাযের পরে এভাবে দুআ করা সুন্নাত ।

সম্মিলিত দুআ

📖 আল্লাহ বলেন – قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا “তোমাদের দুজনের দুয়া কবুল করা হয়েছে।” (সূরা ইয়ুনুস- ৮৯)

এই আয়াতে দুজনের বলতে মুসা ও হারুন কে বুঝানো হয়েছে। একাধিক সাহাবি ও বেশ কয়েকজন তাবেয়ি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত মুসা (আ) দুয়া করেন আর হারুন (আ) আমীন বলেছেন। একেই আল্লাহ দুজনের দুয়া বলেছেন।

(তাফসিরে ইবনে কাছির ২/৪৭০, আদুররুল মানছুর ৩/৩১৫)

তো এখানে তারা দুজনে সম্মিলিত দুয়া করেছেন। যা আল্লাহ কবুল করেছেন।


حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟" يَعْني أَهْلَ الْكِتَابِ. فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ، وَقَالَ: "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ" ثُمَّ قَالَ: "أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ"

📖 হযরত ইয়ালা বিন রাশেদ বলেন, হযরত আবু শাদ্দাদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর হযরত উবাদা বিন ছামেত রা. তা সত্যায়ন করেছেন, হযরত আবু শাদ্দাদ বলেন, আমরা নবী করিম স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন গরীব তথা আহলে কিতাব আছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে আহলে কিতাবের কেউ নেই। তিনি আমাদেরকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা হাত উঠাও এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বল। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রাখলাম। অতঃপর রসূল হাত নামালেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ তুমি আমাকে এ কালিমা দিয়ে পাঠিয়েছ এবং তাতে জান্নাত দানের অঙ্গীকার করেছ। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. বললেন: তোমরা সুসংবাদ শোন; আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ-১৭১২১)।

হাদীসটির স্তর : হাসান । আল্লামা হাইসামী বলেন, وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ، وَفِيهِ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ. হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন । আর এ হাদীসের সনদে রাশেদ বিন দাউদ নামে একজন রাবী আছেন অনেকে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন তবে তাঁর মধ্যে দুর্বলতা আছে । অবশিষ্ট রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত । (মায়মাউজ যাওয়ায়েদ-১৬৭৯৮) এ হাদীসটি তবারানী, মুসনাদে বায্‌যার, মুসনাদদরাকে হাকেমসহ আরও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূল স. নিজে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করেছেন । সুতরাং এটা দুআর একটি আদব । তবে নির্জনে একাকি দুআও উত্তম ।

قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخَرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَشِيقَ الْمُسَافِرِ، وَمُنْعَ الطَّرِيقِ.

 **হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন:** এক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমআর দিন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকটে এসে বললো: ইয়া রসূলুল্লাহ! স. পশু মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ও মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । তখন রসূলুল্লাহ স. দুআর জন্য হাত তুললেন এবং লোকেরাও তাঁর সঙ্গে হাত তুলে দুআ করতে লাগলো । হযরত আনাস রা. বলেন: আমরা মসজিদ হতে বের না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো । পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতেই থকলো । সে ব্যক্তি পুনরায় এসে বললো: ইয়া রসূলুল্লাহ! স. মুসাফির কষ্টে পড়ে গেছে, রাস্তা-ঘাট চলার অনুপযোগী হয়ে গেছে । (বুখারী: ৯৭৩, পৃষ্ঠা: ১/১৪০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ । শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে । (জামেউল উসূল-৪২৮৯)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারাও ইজতিমাস্ দুআ প্রমাণিত হয় । আর এটা ইসতিসকার নামায ছিলো না, যেখানে হাত উত্তোলন করে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত; বরং জুমআর নামাযে খুৎবা ছিলো ।

أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا ابن لهيعة : قال : حدثني أبو هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري و كان مجاب الدعوة أنه أمر على جيش فدرّب الدروب فلما أتى العدو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم و يؤمن البعض إلا أجابهم الله ثم إنه حمد الله و أثنى عليه ثم قال : اللهم احقن دماننا و اجعل أجورنا الشهداء فبينما هم على ذلك إذ نزل الهنباط أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه- تعليق الذهبي في التلخيص : سكت عنه الذهبي في التلخيص

🔴 হযরত হাবীব বিন মাসলামা আলফিহরী যিনি মুসতাজাবুদা'ওয়াহ ছিলেন- বলেন: তাকে একটি মুজাহিদ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হলে তিনি গিরিপথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেন । অতঃপর যখন তিনি দূশমনের কাছে এলেন তখন বললেন: আমি রসূলুল্লাহ স.কে বলতে শুনেছি: যখন কোন দল একত্রিত হয়ে তাদের কেউ দুআ করে এবং অন্যরা আমীন বলে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন । এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন । তারপর বললেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্তপাত হতে হেফাজত করুন; আমাদেরকে শহীদদের প্রতিদান দান করুন । তারা এ অবস্থায়ই ছিলেন; হঠাৎ দূশমনের নেতা হামবাতের আবির্ভাব ঘটলো । সে হাবীব বিন মাসলামা রা.-এর সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো । ইমাম জাহাবী তাঁর 'তালখীসু কিতাবিল মাউযুআত'-এ এ হাদীসের উপর কোন আপত্তি করেননি । (মুসতাদরাকে হাকেম: ৫৪৭৮, মুজামে কাবির তাবারানি ৪/২৬)

হাদীসটির স্তর : হাসান । বিশির বিন মুসা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বুখারী/মুসলিমের রাবী । আর বিশির বিন মুসা ثقة বিশ্বস্ত । (সিয়ারু আলামিন নুবালা, তবকা-১৫, রাবী নং-১৭০) ইমাম জাহাবী তাঁর 'তালখীছে' এ হাদীসের ওপর কোন আপত্তি করেননি । আল্লামা হাইসামী বলেন: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث ইবনে লাহীআহ ব্যতীত এ হাদীসটির রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী । আর ইবনে লাহীআহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভালো । আল্লামা তাবারানি (রাহ) বলেন- : رواه الطبراني وقال : الهنباط : بالرومية صاحب الجيش . ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث

এই হাদিসের সকল রাবি সহিহ বুখারির রাবি । তবে ইবনে লিহইয়াহ ছাড়া । তবে তার হাদিস হাসান পর্যায়ের (মুজামে কাবির তাবারানি ৪/২৬) । সম্মিলিত দুআর বিষয়টি যেহেতু অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত । সুতরাং এ হাদীসটি হাসান ।

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন দুআ করে আর অন্যরা আমীন বলে এমন ইজতিমাই দুআ আল্লাহর তাআলার নিকট কবুল হওয়ার বেশী উপযুক্ত ।

ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُوَمِّرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نَخْرُجَ الْخَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرُونَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ

👉 হযরত উম্মে আতিয়াহ রা. বলেন: ঈদের দিনে আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো । এমনকি কুমারীদেরকে তাদের অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী নারীদেরকেও । তারা পুরুষদের পিছনে থাকত আর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং দুআর সাথে দুআ করত । তারা সেদিনের বরকত ও পবিত্রতা আশা করত । (বুখারী: ৯২০)

হাদীসটির স্তর : সহীহ । শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি সেহা সেন্তার সব কিতাবে বর্ণিত হয়েছে । (জামেউল উসূল-৪২৬৩)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীস থেকে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ প্রমাণিত হয় । এ হাদীসে ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে গিয়ে মুসলমানদের দুআয় শরীক হতে বলা হয়েছে; যা নামাযের পরে হয়ে থাকে । কেননা ঈদের ময়দানে প্রথম যে কাজটি করা হয় তাহলো নামায পড়া (বুখারী: ৫১৬২) । আর খুতবা ও দুআ হয় নামাযের পরে । ‘মুসলমানদের সাথে দুআয় শরীক হওয়া’ শব্দ থেকে সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে । এ ছাড়াও বুখারী ৯২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, فَلْيُشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ, তারা যেন কল্যাণকর কাজ এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয় । এ থেকেও সম্মিলিত দুআর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে ।

হাদীসটির উপর আপত্তিঃ

অভিযোগ-১ রাসূল (ﷺ) খুতবার পর পুনরায় ঈদগাহে বসতেন না। তিনি পুরুষদের নিকট বক্তব্য দেওয়ার পর বেলাল (রাঃ) এর সাথে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হতেন এবং তাদের নসিহত করতেন। এর দলিল হিসেবে বুখারী, মুসলিমের হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অভিযোগ-২ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম খুতবার মাঝেই সকল মুমিন-মুসলিমের জন্য দুআ করতেন, খুতবার পর প্রচলিত পন্থায় মুনাজাত করতেন না।

অভিযোগ-৩ এ হাদীসে উল্লেখিত দুআ বলতে তাহলে কি বুঝায়? প্রকৃতপক্ষে উক্ত দুআ বলতে খুতবার মাঝে তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ, তাসবীহ অর্থাৎ আল্লাহ আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, আল-হামদুলিল্লাহু, সুবহা-নাল্লাহু ইত্যাদি যিকির করা উদ্দেশ্য। যেমন রাসূল (ﷺ) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, “সর্বোত্তম যিকির হল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আর সর্বোত্তম দুআ হল আল-হামদুলিল্লাহু। [তিরমিযী, হাঃ ৩৩৮৩, মিশাকত হাঃ ২৩০৬, হাসানা]” সুতরাং এ হাদীস দ্বারা প্রচলিত মুনাজাতকে প্রমান করা যাবে না।

অভিযোগ-৪ এর দ্বারা খুতবা ও খুতবার মাঝের দুআ, ইস্তিগফার, দূরুদ উদ্দেশ্য যা ইমাম সাহেব সকল মুসলিম উম্মাহর জন্য করবেন। আর মুক্তাদীগণ ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর পড়বে এবং দুআর সাথে আমীন আমীন বলবে। খুতবার পর ইজতেমায়ী দোয়া করবে এরকম নয়।

সুতরাং এ হাদীসের উপর লেখকের সবগুলো আপত্তি একত্রিত করলে সার কথা দাঁড়ায় এটা যে- রাসূল (ﷺ) খুতবার পর পুনরায় না বসে মহিলাদের নসিহত করার জন্য উঠে যেতেন। সুতরাং তিনিতো প্রচলিত পন্থায় ইজতেমায়ী দোয়া করার সুযোগই পেতেন না। হাদীসে যে দোয়ার মধ্যে শরীক হতে বলা হয়েছে তা মূলত খুতবার মধ্যে তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ, তাসবীহ। অর্থাৎ মুক্তাদীগণ খুতবার মাঝে ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর পড়বে এবং দুআর সাথে আমীন আমীন বলবে।

জবাব:

এবার এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

উপরে উল্লেখিত বুখারীর হাদীস দুটি (৯২০, ৯২৮নং হাদীস) থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ঈদের দিনে রাসূল (ﷺ) থেকে কয়েকটি আমল নির্দৃষ্ট করা হয়েছে-

- (১) ঈদের সালাত
- (২) তাকবীর
- (৩) দোয়া
- (৪) খুতবা
- (৫) খুতবার পর না বসে মহিলাদের নসিহত করতে চলে যাওয়া।

এবার আমরা প্রমাণ করবো হাদীসে বর্ণিত দোয়া দ্বারা ঈদের সালাতের পর ইজতেমায়ি দোয়াই উদ্দেশ্য।

হাদীসের কথা হল - “তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং দোয়ার সময় দোয়া করতো”(বুখারী- ৯২০) এবং “অতঃপর তারা কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয়”(বুখারী- ৯২৮)। অর্থাৎ তাকবীর ও দোয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি আমল। এই তাকবীর হল ঈদের সালাতের পরের ঈদের তাকবীর আর দোয়াও হল সালাতের পরের দোয়া। এখন একটা বিষয় পরিস্কার হলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে যে এই তাকবীর ও দোয়া খুতবার অন্তর্ভুক্ত কি না? যদি খুতবার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এ হাদীস দ্বারা ভিন্ন ভাবে সন্মিলিত দোয়ার প্রমাণ পেশ করা সম্ভব হবে না আর যদি খুতবার অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে দোয়াটা অবশ্যই খুতবার আগে বা পরের ভিন্ন আমল যা সকলে মিলে করেছেন। কারণ হাদীসের কথা হল - “মুমিনদের দুআয় শরীক হয়”(বুখারী- ৯২৮)।

মূল ব্যাপার হল হাদীসে বর্ণিত দোয়া বলতে খুতবার মধ্যের দোয়া উদ্দেশ্য নয়। কারণ খুতবার মধ্যে দোয়া ও জিকির বা নসিহত যাই করা হোক না কেন তাতে মুক্তাদীর অংশগ্রহণের কোণ হুকুম শরীয়তে নেই। বরং খুতবার সময় মুক্তাদীদের জন্য সকল আমল বন্ধ করে চুপ থাকা আর খুতবা শুনা জরুরী। আর ইমামের খুতবাই মুক্তাদীদের জন্য খুতবা হিসেবে পরিগণিত হবে।

খুতবার সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে:

খুতবা শ্রবনের আহকাম ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে জুমা ও ঈদ বরাবর। সুতরাং এবার আমরা দেখবো যে খুতবার সময় মুক্তাদীদের করণীয় কি?

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(২৯) যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাকো যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। (সূরা আ'রাফ: ২০৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. বলেন: এ আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে কাসীর: ২/২৮১, কুরতুবী: ৯/৪৩১) অতএব, খুতবা শোনা জরুরী।

হযরত নুবাইশা হুজালী রসূলুল্লাহ স.-এর ইরশাদ নকল করেন: যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন ইমাম সাহেব তার কথা ও জুমা শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে (ইমামের খুতবা) শোনে এবং চুপ থাকে; তাহলে, যদি এ জুমআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হবে। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৫৯৯)

মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে আল্লামা আহমাদ শাকের বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ এবং এ অর্থে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

সুতরাং কোরআন ও হাদীসের থেকে বুঝা যায় খুতবা চলাকালিন সময় কাজ দুটি

(১) চুপ থাকা

(২) শ্রবণ করা।

এখন কেউ যদি খুতবার মধ্যে ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলে তাহলে কোরআন ও হাদীসের হুকুমের বাইরে সে কাজ করলো। সুতরাং খুতবা চলাকালিন সময় মুক্তাদী চুপ থাকবে এবং ইমামের খুতবা শুনবে। অর্থাৎ খুতবা চলাকালিন সময় মুক্তাদী ইমামের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলবে না ও দোয়ার সময় নিজেও পড়বে না।

তাহলে এবার প্রশ্ন আসে যে হাদীসের বর্ণিত দোয়া তাহলে কখন হবে? হাদীসের কথা হল – “তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং দোয়ার সময় দোয়া করতো”(বুখারী- ৯২০)

এবং “অতঃপর তারা কল্যাণকর কাজে এবং মুমিনদের দুআয় শরীক হয়”(বুখারী- ৯২৮)।

আশাকরি উপরের আলোচনা বুঝে থাকলে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট যে হাদীসের কথা অনুযায়ী ঈদের দিন সালাতের পর তাকবীর দেওয়া, দোয়া করা এবং খুতবা দেওয়া

সবগুলো পৃথক পৃথক আমল। আর হাদীসে বর্ণিত তাকবীর ও দোয়া খুতবার অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং দোয়া সম্মিলিত ভাবে হয়েছে। কারণ হাদীসের কথা হল – “মুমিনদের দুআয় শরীক হয়”(বুখারী- ১২৮)।

তবে এ ক্ষেত্রে আরেকটি কথা রয়ে যায় যে সম্মিলিত দোয়া খুতবার আগে না পরে হবে?

হাদীসের মধ্যে এসেছে খুতবার পর রাসূল (ﷺ) না বসে মহিলাদের নসিহত করতে চলে গিয়েছিলেন। তবে এটা রাসূল (ﷺ) এর প্রতি ঈদের আমল কি না এটা হাদীস দ্বারা স্পষ্ট না। আর যদি প্রতি ঈদের আমল হয়েও থাকে তাহলেও কথা হল দোয়া (যা ঈদের দিনে একটি পৃথক আমল এবং সম্মিলিত ভাবে করা হয়েছে) খুতবার আগে হয়েছে।

সুতরাং যারা বলতে চায় যে হাদীসে বর্ণিত দোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য খুতবার ভিতরের দোয়া তাদের জন্য আফসোস যে স্পষ্ট কোরআনের হুকুম ও হাদীসকে উপেক্ষা করা কিভাবে সম্ভব?

আরো মজা পাবেন শুনে যে, অভিযোগকারীরা তাদের এ কথাকে (দোয়া ও তাকবীর খুতবার অন্তর্ভুক্ত) প্রমাণ করার জন্য স্পষ্ট কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি। বরং এদিক সেদিকের কয়েকটি হাদীসকে উল্লেখ করার পর সালেহ আল উসাইমিন রাহঃ ও উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রাহঃ এর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হাদীসে বর্ণিত দোয়া ও তাকবীর দ্বারা উদ্দেশ্য হল খুতবার মধ্যে তাকবীর ও খুতবার মধ্যের দোয়া। এতদিন আমরা জানতাম আহলে হাদীসরা দলিল হিসেবে হাদীস পেশ করে আর মুকাল্লিদরা ইমামদের মত পেশ করে। তবে আমার মনে হয় আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে মুকাল্লিদদের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ভালোইতো করুন, কিন্তু সেটাও সঠিক পদ্ধতিতে হতে হবে। আর এটাও শুনে রাখুন যে আমি এ কথার (দোয়া ও তাকবীর খুতবার অন্তর্ভুক্ত) বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করেছি। যদি আহলে হাদীস দাবিতে সত্যি হয়ে থাকেন তাহলে নিজেদের শায়খদের তাহকীক অপেক্ষা কোরআন ও হাদীসের কথাকে অধিক উপযুক্ত মনে করবেন বলে আশা রাখছি।

ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ

فَنَادَى مُنَادِي الْعَلَاءِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَلَسْتُمْ الْمُسْلِمِينَ؟ أَلَسْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْصَارَ اللَّهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لَا يَخْذِلُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ خَالِكُمْ، وَتُودِي بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَنَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَنَّا النَّاسِ، وَنَصَبَ فِي الدُّعَاءِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ،

🔻 হযরত আলা বিন হাযরামী রা.-এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন। অতঃপর লোকেরা একত্রিত হলে তিনি বললেন: হে লোক সকল! তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় নও? তোমরা কি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী নও? তারা বললেন: হ্যাঁ। হযরত আলা বলেন: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মতো অবস্থা যার হবে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করবেন না। অতঃপর সুবহে সাদিকের সময় হলে ফজরের আজান দেয়া হলো। অতঃপর তিনি নামায পড়ালেন এবং নামায শেষ করে হাঁটু গেড়ে (তাশাহুদে বৈঠকের ন্যায়) বসলেন; লোকেরাও হাঁটু গেড়ে বসলেন। হযরত আলা বিন হাযরামী রা. নিজে সূর্যোদয় পর্যন্ত হাত উত্তোলন করে দুআয় মশগুল থাকলেন এবং লোকেরাও অনুরূপ করলো। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: বাহরাইনের মুরতাদদের আলোচনায়) আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বর্ণিত এ ঘটনাটি সনদসহ প্রায় হুবহু বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. তাঁর ‘তারীখে তাবারী’ কিতাবে। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ,

كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ، عَنْ مَنجَابِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرَّدَّةِ بِالْبَحْرَيْنِ،.. وَنَادَى الْمُنَادِي بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى بِنَا، وَمِنَّا الْمُتَيْمِّمُ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَزَلْ عَلَى طُهُورِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَنَّا لِرُكْبَتَيْهِ وَجَنَّا النَّاسِ، فَصَبَّ فِي الدُّعَاءِ وَنَصَبُوا مَعَهُ،

🔻 ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হলে মুআজ্জিন আজান দিলেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। আমাদের মধ্যে কেউ ছিল তায়াম্মুমকারী আর কেউ ছিলো আগে থেকে পবিত্র। নামায শেষ করে তিনি হাঁটু গেড়ে (তাশাহুদে বৈঠকের ন্যায়) বসলেন এবং লোকেরা সবাই হাঁটু গেড়ে বসলো। হযরত আলা বিন হাযরামী রা. দুআয় মশগুল হলেন

এবং লোকেরাও দুআয় মশগুল হলো। (তারীখে তাবারী, অধ্যায়: বাহরাইনবাসী এবং তাদের মুরতাদ হওয়ার আলোচনা)

ফায়দা : তারীখে তাবারীতে উল্লিখিত সনদটি গ্রহণযোগ্য। কারণ, হযরত আলা বিন হাযরমী রা. বর্ণিত বাহরাইনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এ ইতিহাস উম্মাতের নিকটে প্রসিদ্ধ। আবার ইলমে হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন তিন তিনজন মহা মনীষী হযরত আলা বিন হাযরমী রা.-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, হাদীস আর ইতিহাস দুটি আলাদা বিষয়। অতএব, হাদীসের সনদ গ্রহণের শর্তাবলী ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনার বর্ণনাকারী সাইফের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন: **ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ** “তিনি হাদীসের ব্যাপারে দুর্বল; তবে ইতিহাসের ব্যাপারে **عمدة** বিশ্বস্ত। (তাকরীব: ৩০১৫)। সুতরাং ইতিহাস হিসেবে এ ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য।

فَقَالَ: لَنْ تُرَاعُوا، أَنْتُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْصَارُ اللَّهِ فَأَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لَنْ تُخَذَّلُوا
فَلَمَّا صَلُّوا الصُّبْحَ دَعَا الْعَلَاءَ وَدَعَوْا مَعَهُ،

📌 হযরত আলা বিন হাযরমী রা. বলেন: তোমরা ভয় পেও না। তোমরা মুসলমান, আল্লাহর রাস্তায় রয়েছ এবং তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তোমরা সুসংবাদ শোন। আল্লাহর শপথ, তোমরা কখনই অপদস্ত হবে না। যখন ফজরের নামায পড়লেন, হযরত আলা দুআ করলেন এবং তাঁর সাথীরাও তাঁর সাথে দুআ করলেন। (আল কামিল ফিত্ত তারীখ, লিইবনে আসীর যাবারী)

সারসংক্ষেপ : হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের আমল হুকমী মারফু’ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনে বা দেখে করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত আলা বিন হাযরমী রা. ও তাঁর সাথীদের আমল থেকে ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআ শরীআত সম্মত বলে প্রমাণিত হয়।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَدِّ بْنِ الْحَمَّصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَنْظُرَ فِي جُوفِ بَيْتِ أَمْرِي حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا

يَوْمَ قَوْمًا فَيُخَصِّنُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقٌّ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

👉 হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন: অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। কেউ যদি কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে তাতে প্রবেশই করে ফেললো। কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করে কেউ নামায়ে দাঁড়াবে না। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: সাওবান রা.-এর হাদীসটি হাসান এবং এ বিষয়ে হযরত আবু হুরাইরা ও আবু উমামা রা. হতে হাদীস বর্ণিত আছে। (তিরমিজী: ৩৫৭, পৃষ্ঠা: ১/৮২)

হাদীসটির স্তর : হাসান। ইমাম তিরমিজী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেন, أَصَحُّ مَا يُرَوَّى فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ. এটা এ অধ্যায়ের সবচেয়ে সহীহ হাদীস। (আল আদাবুল মুফরাদ-১০৯৩) শাদ্বিক কিছু তারতম্যসহ এ হাদীসটি ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। (জামেউল উসূল-৩৮৪৭)

সারসংক্ষেপ : এ হাদীসে মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে ইমাম শুধু তাঁর নিজের জন্য দুআ করলে এটাকে রসূলুল্লাহ স. মুক্তাদীদের সাথে খেয়ানত বলে উল্লেখ করেছেন। নামাযের মধ্যে আমরা যে দুআ পড়ে থাকি তার কোনটায় মুক্তাদীদেরকে শরীক করে কোন দুআ নেই। দুই সিজদার মাঝে এবং দুরুদদের পরে যে দুআ হাদীসে বর্ণিত আছে তাও কেবল নিজের জন্য। তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, খেয়ানত থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নামাযে পঠিত দুআগুলোতে নেই। অবশ্য, নামাযের পরের দুআকে হিসেব করলে উক্ত খেয়ানত থেকে বাঁচার একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। নামাযের পরে দুআর আমল পূর্ববর্ণিত বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেও নামাযের পরের দুআই বুঝে আসে। কারণ ইমামতি করা আর দুআ করা এ দুইয়ের মাঝে فَ অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ধারাবাহিকতার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আগে ইমামতির কাজ শেষ করবে তারপর দুআ করবে। আর ইমামতির কাজ শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। সুতরাং দুআ হবে সালামের পরে। এখন فَيُخَصِّنُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ -এর অর্থের ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। **এক.** শুধু নিজের জন্য দুআ করা, অন্যদের জন্য না করা; **দুই.** অন্যদেরকে সাথে না নিয়ে একা একা দুআ করা। দ্বিতীয় অর্থটি হয়তো নতুন মনে হচ্ছে। তবে উলামায়ে

কিরামের খেদমতে আরয, আরবী ইবারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, এ অর্থটিও হতে পারে কিনা। যদি ইবারতে এ অর্থের সম্ভাবনা না থাকে আমার কিছু বলার নেই। আর যদি সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এটাও ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআর একটি দলীল হতে পারে।

হাদীস সমূহের উপর আরপিত আপত্তি ও সেগুলোর জবাবঃ

আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেই। আমাদের দেশে ফরজ সালাতের পর ইজতেমায়ী দোয়াকে যারা বেদায়াত বলে তারা মূলত আহলে হাদীস হিসেবেই পরিচিত। আর আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে যারা এর ব্যাপারে কোন কঠোরতা করে থাকলে তা এপর্যন্তই যে, এটাকে সালাতের অংশ মনে করা বাদাআত বা আবশ্যিক মনে করা বেদায়াত। এতে কারো মতোবিরোধ নেই।

এবার মূল আলোচনায় আসিঃ

আহলে হাদীস ভায়েরা যদিও নিজেদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর হাদীসের উপর আমলকারী বলে প্রচার করে থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা এর সাথে ১৮০ ডিগ্রি হয়ে থাকে অর্থাৎ পুরাই উলটা। তারা মূলত তাদের মাযহাব (“আহলে হাদীস”) টিকাতে হাদীসের একের পর এক অপব্যাক্ষা করে থাকে। কোন হাদীস নিজেদের বিপক্ষে গেলে তার উপর উসূল বিহীন হামলা করে বসতে আখেরাতকে স্মরণ হয় না। তাদের বিপক্ষে যায় এমন কোন বিষয়ের উপর সহীহ, মওজু উভয় ধরনের হাদীস থাকলে তারা সহীহ সনদে বর্ণিত কওলকে গোপন করে মওজুটা প্রকাশ করে। আবার কখনও একই হাদীস গ্রহনযোগ্য সনদে বর্ণিত আবার অগ্রহনযোগ্য সনদে বর্ণিত হলে তারা গ্রহনযোগ্য সনদ গোপন করে অগ্রহনযোগ্য সনদ বর্ণনা করে মানুষের মধ্যে একেরপর এক ওয়াসওয়াসা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এক মাসআলার ক্ষেত্রে যে উসূল তাদের ভিত্তি অন্য মাসআলার ক্ষেত্রে এর বিপরীতটা এর ভিত্তি। কারণ জিজ্ঞাসার পর ভদ্র হলে বোবা বনে যায় আর অভদ্র হলে এদিক সেদিকের কথা নিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে থাকে। ভূমিকা হিসেবে এ

কথাগুলো বলার কারণ হল আজকের আলোচনায়ও এর প্রমাণ থাকবে। তাহলে এক এক করে শুরু করি—

মারফু হাদীসটির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও তার পর্যালোচনাঃ

হাদীসটি নিম্নরূপ—

“হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ). ইরশাদ করেন: অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। কেউ যদি কারও ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে তাতে প্রবেশই করে ফেললো। কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করে কেউ নামাযে দাঁড়াবে না। ইমাম তিরমিজী রহ. বলেন: সাওবান রা.-এর হাদীসটি হাসান এবং এ বিষয়ে হযরত আবু হুরাইরা ও আবু উমামা রা. হতে হাদীস বর্ণিত আছে।” (তিরমিজী: ৩৫৭, পৃষ্ঠা: ১/৮২)

অভিযোগ-১ - এ হাদীসের ব্যাপারে তাদের প্রথম অভিযোগ হল এটা নাকি জয়িফ। এ কথা বলতে গিয়ে তারা বলেছেন — “হাদীসটি তিরমিযী হাসান বললেও প্রকৃত পক্ষে হাদীসটি যঈফ”।

জবাবঃ কেন প্রকৃতপক্ষে জয়িফ??? এর কারণ হিসেবে তারা তিনজন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন যারা এ হাদীসকে জয়িফ বলেছেন। তারা হলে শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহঃ , ইবনুল কাইউম রাহঃ ও শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী রাহঃ।

প্রথম কথা হল, এই যদি হয় হাদীস জয়িফ হওয়ার মূলনিতি যে, কোন হাদীস ইবনে তাইমিয়া রাহঃ, ইবনুল কাইউম রাহঃ ও নাসিরুদ্দিন আলবানী রাহঃ জয়িফ বললেই জয়িফ হয়ে যাবে এর বিপরীতে যত বড় মুহাদ্দিসের মতই থাকুক না কেন তা প্রত্যক্ষাত তাহলে এ মিসকিনদের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। আর যদি উসূলুল হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলা হয় তাহলে বলবো উসূলুল হাদীসের মূলনিতি এ জন্যই তৈরি করা হয়েছে যে যত বড় মুহাদ্দিসই হোক কারো ভুল হলে তা প্রকাশিত হবে এবং হাদীসের মান সঠিক ভাবে সংরক্ষিত হবে। সে হিসেবে হাদীসের মানের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে যেমন ইমাম তিরমিযী রাহঃ এর ভুল হতে পারে ঠিক

তেমনি ভুল হতে পারে ইবনে তাইমিয়া রাহঃ, ইবনুল কাইউম রাহঃ ও নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহঃ এরা এ পর্যায়ে আমরা দেখবো এ হাদীসের মান উসূলুল হাদীসের নিতীমালা অনুযায়ী কেমন।

“এ হাদীসের রাবীগণের মধ্যে আলী বিন হুজর বুখারী-মুসলিমের রাবী। (তাকরীব: ৫২৭৯) ইসমাইল বিন আইয়াশ নিজ শহরের লোকদের থেকে বর্ণনা করলে গ্রহণযোগ্য। আর এ হাদীসটি তিনি নিজ শহরের লোক হতে বর্ণনা করেছেন। (তাকরীব: ৫৪১) হাবীব বিন সালাহ আত্তাঈ আশশামী আলহিমছী নির্ভরযোগ্য। (তাকরীব: ১২১৬) ইয়াযীদ বিন শুরাইহ নির্ভরযোগ্য। (আল কাশেফ: ৬৩১৬) আবু হাই আলমুয়াজ্জিন আলহিমছী গ্রহণযোগ্য। (তাকরীব: ৩০৪৭) সুতরাং হাদীসটি হাসান হিসেবে ইমাম তিরমিজী রহ. যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক।”

অভিযোগ-২- “শায়খ আলবানী (রহ.) মিশকাতের তাহকীক্কে বলেনঃ এর সানাদে ইযতিরাব ও অজ্ঞাত ব্যক্তি আছে”।

জবাবঃ এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা। মিথ্যারও একটা সীমা থাকা দরকার। এ হাদীসের প্রত্যেক রাবীর হালত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনও মাযল্ল বা অজ্ঞাত নয় বরং সকলে নির্ভরযোগ্য আর ইজতিরাব হওয়ারতো কোন কারণই নেই। এ জন্য এ হাদীসের ব্যাপারে হাসান পর্যায়ের নিচে নামা কখনও সম্ভব নয়।

ইমাম তিরমিযি রাহঃ এ জন্যই এ হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং এটিই উসূলুল হাদীসের নিতীমালা অনুযায়ী সঠিক। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন এসব দ্বিমুখীদের উসূলুল হাদীসের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দান করেন তাহলে অনেকেই অনেক ফেতনার থেকে বেঁচে যাবো এরা একদিকে বলে কোন অন্ধ তাকলীদ হবে না আবার অন্যদিকে মানুষের চোখের আড়ালে দ্বীনের এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও (উসূলুল হাদীস) নিকৃষ্ট অন্ধ তাকলীদে ব্যাস্ত থাকে। আল্লাহ ইয়াহদিহা

অভিযোগ-৩- “ইবনু খুযাইমাহ রহ. হাদীসের দু’আর অংশটিকে বানোয়াট বলেছেন।”

জবাবঃ উসূলুল হাদীসের নীতি অনুযায়ী কোন হাদীস বা এর কোন অংশ বানোয়াট হতে হলে এর রাবীদের মধ্যে কোন একজনকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী হতে হবে। কিন্তু এ হাদীসের প্রত্যেক রাবী গ্রহণযোগ্য এবং যাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের অনেক প্রশংসা বাক্য আছে। এতটুকু না জানা

থাকলে হাদীসের মানের ব্যাপারে আলোচনা করার হিম্মত করার অর্থ হল ব্যাপারটা তাদের কাছে অতি সাধারণ। যারা নিজেদের অন্ধ মুকাল্লিদ বলতে লজ্জা বোধ করে তারা কিভাবে এতো নিকৃষ্ট পর্যায়ের অন্ধ তাকলীদ করলেন ????!!!!! তারপর আমার প্রশ্ন হল ইবনে খুজাইমা এ রাবীদের থেকে বর্ণিত এ হাদীসের ঐ অংশটুকুর ব্যাপারে মওয়াযু বলেছেন কোথায়?? এটা এ জন্য জানতে চাচ্ছি না যে ইবনে খুজাইমার এ কথা যদি থেকেই থাকে তাহলেই তার কথা সঠিক হয়ে যাবে বরং এজন্য জানতে চাচ্ছি যে বহুবার এরকম বিষয় নিয়ে আপনাদের শায়খদের মিথ্যাচার চোখে পড়েছে।

অভিযোগ-৪- এবার তাদের এক এক্সক্লুইসিভ মিথ্যাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারা বলেছেন – “ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন, আবু হুরাইরা ও আবু উমামা র. হতে বর্ণিত সনদ সাওবান (রা:) থেকে কম মজবুত। সুতরাং সেগুলোও যঈফ।”

জবাবঃ পাঠক লক্ষ করুন, লেখক এখানে যে কথা বলেছেন এর কোন কথাই ইমাম তিরমিযী রাহঃ বলেননি বরং ইমাম তিরমিযী রাহঃ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন- “ইয়াযীদ ইবন শুরায়হ আবু হাই আল-মুআযিল সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিক উত্তম ও প্রসিদ্ধ।” (তিরমিজী: ৩৫৭, পৃষ্ঠা: ১/৮২)

ইমাম তিরমিযী রাহঃ এ হাদীসের সনদের (সাওবান থেকে বর্ণিত হাদীসের) ব্যাপারে বললেন “অধিক উত্তম ও প্রসিদ্ধ” আর লেখক এ কথাকে নিজের মতো সাজিয়ে সাওবান ব্যাতিত অন্য সনদগুলোর ব্যাপারে বললেন “কম মজবুত। সুতরাং সেগুলোও যঈফ”। পকেট থেকে এ কথাগুলো জুড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? আর সেগুলো যদি জয়িফও হয় তাতেই বা কি আসে যায়?? আমরা তো দলিল হিসেবে সাওবানের হাদীস বর্ণনা করেছি অন্য সনদেরটা নয়, যেটা সম্পর্কে খোদ তিরমিযী রাহঃ হাসান বলেছেন। লেখক আর যাই পারুক আর না পারুক তাদের শায়খদের থেকে ধোকাবাজি ভালোই রপ্ত করেছে।

আমি জানিনা লেখক কোথা থেকে ইমাম তিরমিযী রাহঃ এর কথা নিয়ে এসেছে। তবে তাদের শায়খদের কিতাব থেকে আনলে অবাক হবো না, কারন তাদের শায়খদের কিতাবে এর চেয়েও যঘন্য মিথ্যাচার করা হয়ে থাকে।

অভিযোগ-৫- এটা সালাতের মাঝের ঘটনা

জবাবঃ তাদের দাবী হল এ হাদীসে বর্ণিত – “দু’আ বলতে দু’আ কুণূত” এ কথা শুনে আমি তো পুরাই অবাক বনে গেলাম। এ হাদীসের ক্ষেত্রে যে দোয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা দোয়া কুনুত, এটা কোন হাদীসের থেকে তারা প্রমাণ পেয়েছে??? না, কোন হাদীসে পায় নি বরং তারা এ কথা নিয়েছে গায়ের মুকাল্লিদ আলেম উবাদুল্লাহ মুবারকপুরী (র.) এর মির’আ-তুল মাফা-তীহ থেকে। আমি আবাবো বলবো এতদিন আমরা জানতাম আহলে হাদীসরা দলিল হিসেবে হাদীস পেশ করে আর মুকাল্লিদরা ইমামদের মত পেশ করে। তবে আমার মনে হয় আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে মুকাল্লিদদের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ভালোইতো করুন, কিন্তু সেটাও সঠিক পদ্ধতিতে হতে হবে।

দুয়া বলতে দোয়ায় কুনুত এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা কারণ - “হাদীসের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে নামাযের পরের দুআই বুঝে আসে। কারণ ইমামতি করা আর দুআ করা এ দুইয়ের মাঝে ۞ অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ধারাবাহিকতার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ, আগে ইমামতির কাজ শেষ করবে তারপর দুআ করবে। আর ইমামতির কাজ শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। সুতরাং দুআ হবে সালামের পরে।”

দ্বিতীয়ত হাদীসের হুকুম আম। হাদীসে বলা হয়েছে – “কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে।” যদি বায়হাকীর হাদীসের বাহানা দিয়ে একে দোয়ায় কুনুতে আটকে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন হল বেতর ব্যাতিত অন্য সালাতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর এ হুকুম থাকবে না??? আর বেতর সালাতের জামাততো শুধু রমযান মাসে হয় তাহলে সারা বছর সালাতে ঈমামের জন্য এ হুকুম কি রহিত থাকবে যে – “কোন জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে।” ???????????

আহলে হাদীস নাম দিলেই আহলে হাদীস হওয়া যায় না। কিন্তু আফসোস করে হলেও বলতে হয় বর্তমান সময়ে যারা সবচেয়ে বেশি হাদীসের অপব্যাক্ষায় ব্যাস্ত তারাই নিজেদের আহলে হাদীস দাবী করছে।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে আমার পেশ কৃত দলিলের ব্যাপারে আলোচনাঃ

অভিযোগ-৬- — “উক্ত দু’আর বিষয়টি ছিল পানি প্রার্থনার সাথে সংশ্লিষ্ট”।

জবাবঃ কেন? এ কথা কেন আসবে ? এটা শুধু পানির সাথে নির্দিষ্ট এটা কোথায় আছে? এটি ঠিক যে, বর্ণনার শেষে এ কথা রয়েছে যে বৃষ্টি হয়েছিলো। এ থেকে প্রমানিত যে তাদের পানির দরকার ছিলো তাই তারা পানির দোয়া করেছেন । কিন্তু আরো বিষয়গুলো কেন তাদের চোখ এড়িয়ে গেল? সেখানে স্পষ্ট ছিলো যে তাদের উটগুলো হারিয়ে গিয়েছিলো এবং তা ফিরে আসতে শুরু করেছে। তাহলে তাদের দোয়ায়তো এ প্রার্থনাও ছিলো যে তাদের হারানো জিনিসগুলো যেন ফিরে পায়। শুধু পানির কথা থাকবে কেন?? আর এতো এস্তেক্ষারের সালাত ছিলো না, সাধারণ দোয়া ছিলো। তাহলে কি তারা বলতে চায় যে দোয়া করলে শুধু পানির ব্যাপারে এভাবে দোয়া বৈধ্য? আযব!!! তাদের পানির দরকার ছিলো তারা পানির দোয়া করেছেন আর আমাদের যে জিনিসের প্রয়োজন হবে আমরা সে জিনিসের দোয়া করবো। ব্যাস। আম হুকুমকে খাছ করার জন্য শরিয়তের দলিল প্রয়োজন। কিন্তু সে ধরণের কোন দলিল আমাদের আহলে হাদীস ভায়েরা পেশ করতে পারেনি আর পারবেও না।

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা নামাযের পরে দুআ, দুআর সময় হাত উত্তোলন করা, ইজতিমাঈ দুআ, একজন দুআ করা আর অন্যদের আমীন বলা, ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ, এমনকি সাহাবার আমল দ্বারা ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআও প্রমাণিত হয়েছে । সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআকে ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই । অবশ্য, রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম এ আমলটি স্থায়ীভাবে করেছেন মর্মে কোন পরিষ্কার বর্ণনা আমরা হাদীসে খুঁজে পাইনি । তাই হাদীসের মর্মানুসারে ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআ মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয়া উত্তম । যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বুঝ সৃষ্টি হয় যে, এটা নফল পর্যায়ের আমল; সুতরাং করা উত্তম হলেও না করাতে কোন দোষ নেই ।

ফরয সালাতের পর সম্মিলিত দোয়ার ব্যাপারে কিছু অপত্তি ও তার জবাব

কোন কোন আলিম ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাদ্দ দুআর আমলকে বিদআত বলে থাকেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য আপত্তিগুলো আমি তুলে ধরে এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্লেষণ নিম্নে পেশ করছি।

আপত্তি ১. ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে স্থায়ীভাবে ইজতিমাদ্দ দুআর আমল নির্দিষ্ট কোন হাদীসে হুবহু প্রমাণিত নয়। বরং বিভিন্ন হাদীসকে একত্রিত করে জোড়া দিয়ে তৈরী করা হয়; যা শরীআতের চাহিদা পরিপন্থী।

জওয়াব: কোন আমলের পরিপূর্ণ রূপ নির্দিষ্ট একটা হাদীস বা একটা আয়াতে থাকতে হবে এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ প্রায় সব ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ রূপই কোন একটি হাদীসে আসেনি; একাধিক আয়াত ও হাদীসের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাদ্দ দুআর আমল একই হাদীসে থাকতে হবে এ দাবী সঠিক নয় এবং এটা কোন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার শর্তও নয়।

আপত্তি ২. নামাযের পরে দুআ একটি নফল কাজ। এটাকে ইলতিযামের (আবশ্যকীয়তার) সাথে করা ঠিক নয়।

জওয়াব: আমরা এর জবাবে বুখারী শরীফে হযরত আলী রা. বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করছি: রসূলুল্লাহ স. হযরত আলী রা.কে শয়নকালীন তাসবীহ শিক্ষা দিলেন, যেটাকে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়। হযরত আলী রা. উক্ত আমলটি ইলতিযাম বা আবশ্যকীয়তার সাথে আঁকড়ে ধরলেন; যার প্রমাণ হলো তিনি বলেছেন: “فَمَا تَرَكَتُهَا بَعْدَ” “উক্ত আমলটি আমি অদ্যাবধি ছাড়িনি”। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: “ولا ليلة صفيين” “না, ছিফফীনের রাতেও না? তিনি বললেন: “ولا ليلة صفيين” “না, ছিফফীনের রাতেও না”। (বুখারী: ৪৯৭১)

মুওয়ান্না মালেকে বর্ণিত অপর একটি উদাহরণ পেশ করছি:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكَتُھُنَّ

হযরত আয়েশা রা. চাশতের নামায আট রাকাত পড়তেন। অতঃপর বলতেন: **لَوْ نُشِيرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ** “আমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেয়া হলেও আমি এটা ছাড়ব না”।
(মুওয়াত্তা মালেক: ৫৩)

এ হাদীসটি সহীহ।

এ হাদীসদুটির প্রতি লক্ষ্য করুন! রাতে ঘুমানোর সময় তাসবীহ পাঠ নিঃসন্দেহে একটি নফল আমল। অথচ হযরত আলী রা. সেটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলেন যে, সাহাবা ও তাবীঈদের মধ্যে সত্তর হাজার শহীদের রক্তে সিক্ত সিফফীন যুদ্ধেও তিনি তা ছাড়েননি। আবার চাশতের নামাযও একটি নফল ইবাদাত। অথচ হযরত আয়েশা রা. কী পরিমাণ মজবুতীর সাথে তা আঁকড়ে ধরলেন! অতএব, ওই সকল সম্মানিত উলামায়ে কিরামের নিকটে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা; যাঁরা নফল ইবাদাতকে ইলতিযামের সাথে করা ঠিক নয় বলে বর্জনীয় মনে করেন আপনারা হযরত আলী ও আয়েশা রা.-এর উক্ত আমলের ব্যাপারে কী বলবেন?

আপত্তি ৩. দুআ একটি নফল ইবাদাত। আর নফল ইবাদাতে কোন জামাআত নেই। সুতরাং ফরয নামাযের পরে দুআ হতে পারে; তবে তা জামাআতবদ্ধ তথা সম্মিলিতভাবে নয়।

জওয়াব: রসূলুল্লাহ স. হতে ইজতিমাঈ দুআর প্রমাণ হিসেবে এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবের দলীল পেশ করেছি। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেই আশা করি এ আপত্তির জওয়াব মিলে যাবে।

আপত্তি ৪. নামাযের পরে দুআর দায়েমী আমল রসূলুল্লাহ স. হতে প্রমাণিত নয়। সুতরাং প্রয়োজনে কখনও কখনও করা যেতে পারে; কিন্তু দায়েমীভাবে করা যাবে না।

জওয়াব: উম্মাত কোন আমলকে দায়েমীভাবে করার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর আমলের দ্বারা উক্ত আমলের দায়েমী হওয়া প্রমাণিত হতে হবে তা জরুরী নয়। এমন অনেক আমল রয়েছে যা রসূলুল্লাহ স. জীবনে মাত্র এক বা দুইবার করেছেন; অথচ তা আমাদের জন্য সুন্নাহ প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে ইসতিসকার নামাযই দেখুন! রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে অনাবৃষ্টির অবস্থা একাধিকবার ঘটেছে। অথচ তিনি ইসতিসকার নামায পড়েছেন মাত্র একবার। অন্যবার বৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জুমআর খুতবায় সম্মিলিত দুআ করেছেন; কিন্তু ইসতিসকার নামায পড়েননি। (বুখারী: ৯৭৩, পৃষ্ঠা:

১/১৪০) এতদসত্ত্বেও ইসতিসকার নামায় সমগ্র উম্মাতের নিকটে সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত। নমুনা স্বরূপ এখানে একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করা হলো। এর আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আপত্তি ৫. ফরয নামায়ের পরে দুআ করতে গেলে দেরী হবে। আর ফরয নামায়ের পরে সুন্নাতের পূর্বে দেরী করা মাকরুহ।

জওয়াব: এ আপত্তির সাথে ইজতিমাঈ দুআর কোন সম্পর্ক নেই। একাকী দুআ যেটা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত, সে দুআ করতেও তো সময় লাগে। তখন যে জওয়াব হবে সেই একই জওয়াব ইজতিমাঈ দুআর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আপত্তি ৬. সাহাবায়ে কিরাম রা. নামায়ের খুটিনাটি বিষয়ও পরিষ্কার করে বয়ান করেছেন। যদি এটা রসূলুল্লাহ স.-এর দায়েমী আমল হতো, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে ব্যাপক বর্ণনা পাওয়া যেত। অথচ এ ক্ষেত্রে তা হয়নি।

জওয়াব: সম্মিলিত দুআ ছাড়াও নামায়ের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম হতে যার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। যেমন, নামায়ে ‘আমীন’ নীরবে বা সরবে বলা কত বড় প্রকাশ্য আমল। অথচ কেবল ওয়াইল বিন হুজর রা. বর্ণিত হাদীস ব্যতীত এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর আমল অন্য কোন সাহাবা বর্ণনা করেছেন বলে আমার নজরে পড়েনি। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ একটি আমল এখানে পেশ করা হলো। অথচ এসব আমলের ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে শুধু সম্মিলিত দুআর বিষয়টা এমন কেন?

আপত্তি ৭ -হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ফরয নামায়ের সালাত ফিরাতেন, তখন এত তারাতারি উঠে পড়তেন যে, মনে হত তিনি যেন উত্তপ্ত পাথরের উপর উপবিষ্ট আছেন। (উমদাতুল কারী ৬/১৩৩)।

এতে বুঝা যায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি সালাম ফিরিয়ে মুনাযাত না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

জওয়াবঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিঃ এর উল্লেখিত আমলের এ অর্থ নয় যে তিনি সালাফ ফিরানোর পর মাসনুন দোয়া ও যিকির না করেই উঠে যেতেন। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর বিরুদ্ধাচারণ কখনও করতে পারেন না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম থেকে ফরয সালাতের পরে কিছু যিকিরের বর্ণনা আছে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সুতরাং এ রেওয়াতটির অর্থ হবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিঃ সংক্ষিপ্ত দোয়া ও যিকির পাঠের অধিক সময় বসে থাকতেন না।

অতএব , উল্লেখিত রেওয়াত দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিঃ এর মুনাজাত ব্যাতিত উঠা প্রমানিত হয় না। (আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিম-৯৭)

উল্লিখিত আপত্তিগুলো ছাড়া আরও আপত্তি থাকতে পারে । তবে আমার জানামতে উল্লেখযোগ্য আর কোন আপত্তি নেই ।

ফরয সালাতের পর ইজতেমায়ি দোয়া সম্পর্কে ওলামায়ে দেওবন্দের মত

ওলামায়ে দেওবন্দের মত আলোচনা করার আগে সকলকে একটা বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে আহলে হাদীসদের শায়খগণ এ ব্যাপারে ওলামায়ে দেওবন্দের নামে খেয়ানতের সাথে মিথ্যাচার করে আসছে। ওলামায়ে দেওবন্দের বিভিন্ন কিতাব থেকে এক অংশ প্রকাশ করে আলোচনার ফলাফলকে চেপে রাখো। এটা তাদের নতুন কোন পদ্ধতি না। সাধারণ মানুষ যেহেতু বড় বড় আরবী কিতাব মূতালায়া করে তাদের মত যাচাই করতে পারে না তাই দলিলের চিপায় ফেলে সাধারণ মানুষদের আই ওয়াশ করে আসছে। তারা যে অংশটুকু গোপন করে আসল বিষয় সে অংশের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। আলোচনা করতে গিয়ে আমি সে গোপন করা অংশটুকুই প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ।

হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.

ফকীহুল্লাফস হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.ও মুনাজাত অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করেছেন । (আল কাওকাবুদুররী: ২/২৯১)

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

নামাযের পরে ইমামের দুআ' করা এবং উপস্থিত লোকদের আমীন বলার বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে । ইমাম ইবনে আরাফা এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের সার কথা এই যে, যদি নামাযের পরের দুআ' এই বিশ্বাসে করা হয় যে, এটা নামাযের ছুন্নাত-মুস্ত

হাবসমূহের একটি ছুন্নাত বা মুস্তাহাব আমল। তাহলে এটা বৈধ নয়। তবে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা ব্যতীত যদি এ জন্য দুআ' করে যে, এটা স্বতন্ত্র একটা মুস্তাহাব ইবাদাত। তাহলে দুআ'র মূল হুকুমের উপর ভিত্তি করে এটাও মুস্তাহাব হবে যেহেতু দুআ'র ফজিলত কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ইমদাদুল ফতোয়া-১ম খন্ড, ৮০৪ পৃষ্ঠা)

মুফতী কিফায়াতুলাহ রহ.

মুফতী কিফায়াতুলাহ রহ. বলেন: ফরয নামাযের পরে ইমাম সাহেব কর্তৃক উচ্চ আওয়াজে দুআ করা এবং মুক্তাদী কর্তৃক আমীন আমীন বলার পদ্ধতিকে জরুরী মনে না করলে বৈধ। (কিফায়াতুল মুফতী: ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

আলামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه رفع الأيدي دُبُر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل، ومع ذلك وَرَدَتْ فيه ترغيبات قولية، والأمر في مثله أن لا يُحْكَم عليه بالبدعة، فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى

ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين،....

আজানের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার বিষয়ে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন: জেনে রাখ যে, অনুরূপ পদ্ধতিতে দুআ করা রসূলুলাহ স. থেকে প্রমাণিত নয়। আর নামাযের পরে হাত তুলে দুআ করার আমলও রসূলুলাহ স. থেকে খুব কমই পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে মৌখিক উৎসাহ প্রমাণিত। এ জাতীয় বিষয়কে বিদআত বলা যায় না। আমাদের যুগের এ দুআ রসূলুলাহ স. থেকে প্রমাণিত সুন্নাত নয়। আবার দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন বিদআতও নয়। আরও কিছু পরে গিয়ে তিনি বলেন:

فإن دُفِّتَ هذا، نفَسَ عن كُرْبٍ ضَاقَ بِهَا الصدر، لا أن الرفَعَ بدعةً، فقد هَدَى إليه في قوليَّات كثيرة، وفعله بعد الصلاة قليلاً، وهكذا شأنه في باب الأذكار والأوراد، اختار لنفسه ما اختاره الله له. وبقي أشياء رَغِبَ فيها للأمة، فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد، فقد عَمِلَ بما رَغِبَ فيه، وإن لم يكثره بنفسه. فاعلم ذلك اه.

যদি এ বিষয়গুলো তুমি অনুধাবন করে থাক তাহলে তোমার মনের সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দাও। (দুআর সময়) হাত তোলা বিদআত নয়। রসূলুলাহ-এর অনেক কথা এবং নামাযের

পরে কিছু কাজ সেদিকে পথ দেখিয়েছে। আর এমনই অবস্থা জিকির ও অজীফার। রসূলুল্লাহ স. নিজের জন্য তাই বেছে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যা পছন্দ করেছেন। আর কিছু বিষয় তিনি উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের কেউ যদি নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার আমল করতে থাকে তাহলে সে এমন আমল করলো যে কাজে রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন; যদিও তিনি নিজে এ কাজ বেশী করেননি। (ফাইজুল বারী: ‘মুয়াজ্জিনের আজান শুনে কী বলবে’ অধ্যায়)

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহঃ আরো বলেন –

“নামাযের পর মুনাযাত প্রসঙ্গে হাদীস সমূহ ব্যাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূহে মুনাযাতের কোন ক্ষেত্র উল্লেখ নেই। অতএব হাদীস সমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে নামাযের পর সর্বক্ষেত্রের/ধরনের মুনাযাতই মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। মূলভিত্তি সহীহ হাদীসে বিদ্যমান থাকার পর বেদায়াতের প্রশ্ন উঠে না।” (ফাইজুল বারী ২/ ৪৩১)।

আলামা ইউসুফ বিনুরী রহ.

فهذه وما شاكلها تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الإجتماعية دبر الصلوات ولذا ذكره فقهاؤنا أيضا كما في نور الإيضاح و شرحه مراقى الفلاح للشرنبلالي ويقول النووي في شرح المهذب الدعاء للإمام و المأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ويستحب ان يقبل على الناس قلت وثبت الدعاء مستقبل القبلة أيضا كما تقدم في حديث أبي هريرة عند أبي حاتم فثبتت صورتان جميعا فلينبه- (معارف السنن، (123/3) باب ما يقول إذا سلم)

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিনুরী রহ. বেশ কিছু হাদীস পেশ করার পরে বলেন: এগুলো এবং এর অনুরূপ যা আছে তা দ্বারা আমাদের দেশে প্রচলিত নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর প্রমাণের জন্য প্রায় যথেষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর কথা আমাদের ফকীহগণ বলেছেন। যেমনটি উল্লেখ রয়েছে আবুল হাসান শারানুল্লালীর লিখিত ‘নুরুল ঈযাহ’ এবং উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মারাকিল ফালাহ’ কিতাবে। ইমাম নববী ‘শরহুল মুহাজ্জাব’ কিতাবের ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন: ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযী সকলের জন্য প্রত্যেক নামাযের পরে দুআ করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। আর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো (দুআর সময়) মুসলীমদের দিকে ফেরা। আলামা বিনুরী রহ. বলেন: কিবলার দিকে ফিরে দুআ করাও প্রমাণিত, যেভাবে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে তাফসীরে আবু হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং (মুসলীমদের দিকে ফিরে এবং কিবলামুখী হয়ে) উভয়

পদ্ধতিই প্রমাণিত হলো। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখুন। (মাআরিফুস সুনান: ৩/১২৩, ‘সালামের পরে কী বলবে’ অধ্যায়)

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রহ.

ان ما جرى به العرف في ديارنا ان الإمام يدعو في دبر بعض الصلوات مستقبلاً للقبلة ليس ببذعة بل له أصل من السنة وإن كان الأولى أن ينحرف الإمام بعد كل صلاة يمينا أو يسارا (إعلاء السنن-)

প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন: “আমাদের দেশে যে রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, ইমাম সাহেব কোন কোন নামাযের পরে কিবলামুখী হয়ে দুআ করেন, তা বিদআত নয়। বরং হাদীসে উক্ত দুআর ভিত্তি রয়েছে। যদিও ইমামের জন্য প্রত্যেক নামাযের পর ডানে বা বামে ফেরা উত্তম”। (ই’লাউস সুনান: ৩/১৯৯)

তিনি আরও বলেন: “আমাদের দেশে যে সম্মিলিত মুনাযাতের প্রথা চালু আছে যে, ইমাম সাহেব নামাযের পরে কিবলামুখী বসে দুআ করে থাকেন, এটা কোন বিদআত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো ডানদিক বা বামদিকে ফিরে মুনাযাত করা”। (ই’লাউস সুনান: ৩/১৬৩, ৩/১৯৯)

তিনি আরও বলেন: “হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাযাত করা মুস্তাহাব। যেমন আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে”। (ই’লাউস সুনান: ৩/১৬৭, ৩/২০৪) এরপর তিনি নামাযের পরে মুনাযাত অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। (ই’লাউস সুনান: ৩/২০৩)

আল্লামা ত্বাকী উসমানী দা,বা

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ত্বাকী উসমানী দা,বা বলেন- “উভয় দিক বিবেচনার পর সঠিক অবস্থান এটা যে – (ফরয সালাতের পর) ইজতেমায়ী দোয়া সুন্নতও নয় এবং নিষেধ করার মতো বিষয়ও নয়। বরং এটা এবাদাতের বিভিন্ন বৈধ পদ্ধতি হতে একটি (several permissible ways of performing supplication)।” (Contemporary fatwah - 32)

বাংলাদেশের অন্যতম বিদ্যাপিঠ ‘জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া’ এর দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত একটি প্রশ্নের উত্তরে **মুফতী মনসুরুল হক সাহেব দা,বা** হুজ্জত ও উসূলের উপর ভিত্তি করে প্রমান করেছেন ফরয সালাতের পর ইজতেমায়ি দোয়া করা মুস্তাহাব। এরপর তিনি বলেন -

“এ সকল বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নামাযের পর ইমাম, মুত্তাদী সকলের জন্য সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ মুনাজাতকে বেদায়াত বলার কোন যুক্তিই নেই। কারণ-বিদায়াত বলা হয় সে আমলকে শরীয়তে যার কোন অস্তিত্বই নেই। মুনাজাত সেই ধরনের মূল্যহীন কোন আমল নয়। তবে যেহেতু মুনাজাত ‘মুস্তাহাব আমল’ তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

অতএব, কেউ মুনাজাতের ব্যাপারে যদি এমন জোর দেয়, মুনাজাত তরককারীকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করতে থাকে, বা মুনাজাত না করলে তার সাথে ঝগড়া ফাসাদ করতে থাকে তাদের জন্য বা সেরূপ পরিবেশের জন্য মুনাজাত করা নিঃসন্দেহে মাকরুহ ও বিদআত হবে। মুনাজাত বিদায়াত হওয়ার এই একটি মাত্র দিক আছে। আর এটা কেবল মুনাজাতের বেলায় নয় বরং সমস্ত মুস্তাহাবের বেলায় এ হুকুম। অতএব মুনাজাতও পালন করতে পারবে এবং বেদায়াত থেকেও বাঁচতে পারবে। আর এ জন্য সুষ্ঠু নিয়ম আমাদের জন্য এই যে , মসজিদের ইমাম সাহেবান মুনাজাতের আমল জারী রেখে মুনাজাতের দর্জা সম্পর্কে মুসল্লীগণকে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বুঝাবেন এবং ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নত মুস্তাহাবের দর্জা-ব্যাবধান বুঝিয়ে দিয়ে বলবেন যে ফরয নামাযের পর মুনাজাত করা যেহেতু মুস্তাহাব সুতরাং যার সুযোগ আছে সে মুস্তাহাবের উপর আমল করে নিবে। আর যার সুযোগ নেই তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার অবকাশ আছে। এমনকি কেউ যদি ইমামের সাথে মুনাজাত শুরু করে, তাহলে ইমামের সাথে শেষ করাও জরুরী নয়। কারণ, সালাম ফিরানোর পর ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ চাইলে ইমামের আগেই মুনাজাত শেষ করে দিতে পারে। আবার কেউ চাইলে ইমামের মুনাজাত শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ একা একা মুনাজাত করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা শরীয়তে নিষেধ। এভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ইমাম সাহেবান প্রত্যেক ফরয সালাতের পর দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই” (ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া ১/ ৩২৬- ৩২৭)

বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া এর প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি হাফেয আহমাদুল্লাহ দোয়ার উপর একটি সতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম “ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও ইজমার আলোকে ফরজ নামাযের পর দোয়া ও মুনাজাত...” কিতাবটির ২৩ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন

— “ সে জন্য আমাদের দেওবন্দের ওলামায়া কেরামের মুরুবিব হাকিমুল উন্মত মুজাদ্দাদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রাহঃ এই মাসয়ালা সম্পর্কে অর্থাৎ ফরজ সালাতের পর সম্মিলিতভাবে, হাত উঠিয়ে দোয়া করা সুন্নত ও মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে আমাদের চার মাযহাবের ইমামদের ইজমা নকল করত কোরআন হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য ফিকাহ ফতোয়ার কিতাবাদি থেকে অনেক দালায়িল একত্রিত করে একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম ‘استحباب الدعوات عقب الصلوات’ । কিতাবটি কয়েক জায়গায় মুদ্রিত হয়ে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সবজায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তা থানভী রাহঃ এর প্রসিদ্ধ ফতোয়া গ্রন্থ ‘উমদাদুল ফাতওয়া’র প্রথম খন্ডের শেষে যুক্ত করে ছাপানো হয়েছে। এরকম তদানিন্তন অখন্ড ভারতের ফতোয়া বিম্বারদ মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রাহ” ও ফরয সালাতের পর সম্মিলিত দোয়া ও মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে পৃথকভাবে একটি কিতাব লিখেছেন যার নাম ‘النفاة المرغوبة في مسئلة الدعاء بعد المتوبة’। সে কিতাবটিও অনেকবার মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এরকম আরো বহু দেওবন্দি ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে উর্দু ও বাংলা ভাষায় অনেক কিতাব লিখেছেন। ” (পৃ-২৩)

আমাদের আহলে হাদীস ভায়েরা দেওবন্দের আলেমদের যে সকল কওল দিয়ে বুঝাতে চায় যে দেওবন্দের আলেমগণ ফরয সালাতের পর ইজতেমায়ি দোয়া করতে নিষেধ করেছেন সে সকল কওল সমূহের মূল কথা হল —

“রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম এ আমলটি স্থায়ীভাবে করেছেন মর্মে কোন পরিষ্কার বর্ণনা আমরা হাদীসে খুঁজে পাইনি। তাই হাদীসের মর্মানুসারে ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাই দুআ মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয়া উত্তম। যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বুঝ সৃষ্টি হয় যে, এটা নফল পর্যায়ের আমল; সুতরাং করা উত্তম হলেও না করাতে কোন দোষ নেই।”

আর আমরা এটা আগেই বলে এসেছি। তবে তারা দেওবন্দের ঐ একই আলেমগণের অন্যমত প্রকাশ করে না। সে মত হল- “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা নামাযের পরে দুআ, দুআর সময় হাত উত্তোলন করা, ইজতিমাঈ দুআ, একজন দুআ করা আর অন্যদের আমীন বলা, ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ, এমনকি সাহাবার আমল দ্বারা ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআকে ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই”

তাই শেষ কথা হল এলম গোপন করা তাদের অভ্যাস হতে পারে আমাদের নয়। আমরা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত ও উসুলের উপর ভিত্তি করে যে এতেদাল নির্ভর মতের উপর আমল করি তা একত্রিত করলে এরকম হয় – “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা নামাযের পরে দুআ, দুআর সময় হাত উত্তোলন করা, ইজতিমাঈ দুআ, একজন দুআ করা আর অন্যদের আমীন বলা, ঈদের নামাযের পরে সম্মিলিত দুআ, এমনকি সাহাবার আমল দ্বারা ফরয নামাযের পরে ইজতিমাঈ দুআও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআকে ভিত্তিহীন বলার কোন সুযোগ নেই। রসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কিরাম এ আমলটি স্থায়ীভাবে করেছেন মর্মে কোন পরিষ্কার বর্ণনা আমরা হাদীসে খুঁজে পাইনি। তাই হাদীসের মর্মানুসারে ফরয নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে ইজতিমাঈ দুআ মাঝে-মাঝে ছেড়ে দেয়া উত্তম। যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বুঝ সৃষ্টি হয় যে, এটা নফল পর্যায়ের আমল; সুতরাং করা উত্তম হলেও না করাতে কোন দোষ নেই”।

আলমা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যকে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে ।

হযরত বলেন: “আমাদের যুগের এ দুআ রসূলুল্লাহ স. থেকে প্রমাণিত সুনাত নয় । আবার এটা দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন বিদআতও নয় ।” তিনি আরও বলেন: “কেউ যদি নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করার আমল করতে থাকে তাহলে সে এমন আমল করলো যে কাজে রসূলুল্লাহ স. উৎসাহ দিয়েছেন; যদিও তিনি নিজে এ কাজ বেশী করেননি ।”

এ বিষয়টি নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা কাউকে দিয়ে ফরয নামাযের পরে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দুআ করানো বা ছাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য হলো যারা এটাকে বিদআত বলে থাকেন তারা বিদআত বলা বন্ধ করুন। আর যারা এটাকে আবশ্যকীয়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন তারা তা বর্জন করুন।

শেষ কথা

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, দুআ একটি নফল ইবাদাত। এর জন্য কোন সুনির্ধারিত সময় নেই। তবে দুআ কবুল হওয়ার কিছু খাছ সময়ের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। আর কিছু খাছ আদবের কথাও বর্ণিত আছে যা দুআ কবুলের জন্য সহায়ক। সেসব খাছ সময়ের মধ্যে একটি হলো ফরয নামাযের পর। (তিরমিজী: ৩৪৯৯) আর আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে হাত উত্তোলন করা। (আবু দাউদ: ১৪৮৬) ইজতিমাঈ দুআ যদিও দুআর কোন আদব নয়; তবে একত্রে অনেক মানুষের দুআ আল্লাহ তাআলার নিকটে অধিক পছন্দনীয়। (মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮৩১) আর বুখারী শরীফের ৯৭৩ নম্বর হাদীসও এর প্রতি ইঙ্গিত করে— নামাযের পরে হাত উত্তোলন করে সম্মিলিত দুআ করা এ নিয়মের বাইরে নয়। উপরন্তু, হযরত আলা বিন হাযরমী রা.-এর আমল (আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৬/৩৬১) দ্বারা এর গ্রহণযোগ্যতা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এসব কিছুর পরও এটাকে বিদআত বলার কারণ কী, তা আমার বোধগম্য নয়। বিদআত তো এমন বিষয়কে বলা হয়, যার কোন ভিত্তি **خير القرون** -এ পাওয়া যায় না। ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দুআর কোন ভিত্তিও কি অনুরূপ? তাহলে আলা বিন হাযরমীর আমলটি কোন যুগের?

বর্তমান দেখা যায়, ফজর ও আসরের নামাযের পরে প্রায় অর্ধেক মুসল্লী মুনাজাতের পূর্বেই উঠে যায়। ইজতিমাঈ দুআকে বিদআত বলার পরিণামে একাকী দুআর সুন্নাতও ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে। তারপরেও মুনাজাতকে ‘জনসাধারণ জরুরী মনে করে তাই ছেড়ে দেয়া উচিত’ বলে আমরা নতুন করে আর কোন প্রমাণের অপেক্ষায় আছি? কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে যেটা জায়েয হয় এবং সাহাবার আমল দ্বারা সমর্থিত হয়— স্পষ্ট কোন দলীল ব্যতীত সেটাকে বিদআত বলে প্রত্যাখ্যান করায় দ্বীনের স্বার্থ রক্ষা হবে কি? বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা করছি।